দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ

# খুবি ভিসি ড. মাহবুবুর রহমানের পদত্যাগ

এ টি এম রফিক/ডি এম রেজা : মেয়াদপূর্তির ১৩ মাস আগেই বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ মাথায় নিয়ে জোট সরকারের শেষ সময়ে নিয়োগ পাওয়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। প্রায় আড়াই মাস আগে তিনি

পৃঃ ২ঃ কঃ ১

## ড. মাহবুবুর রহমানের পদত্যাগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক মাসের ছুটিতে কানাডায় যান। গতকাল তিনি ফ্যাক্স যোগে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি জানিয়েছেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ পর্যন্ত কোন ভিসি তাদের পূর্ণ মেয়াদ শেষ করতে পারেননি। তার আগেই তাদের পদত্যাগ করতে হয়েছে। ড. মাহবুবুর রহমানের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান ছুটিতে যাওয়ার আগেই তার বিরুদ্ধে নানান দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নিয়োগবাণিজ্যসহ বহু অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এসব অভিযোগের ব্যাপারে তিনি যাওয়ার আগে সাংবাদিকদেরও মুখোমুখি হন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি নিজেকে নির্দোষ ও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করছেন বলে জানালেও উত্থাপিত দুর্নীতি, নিয়োগ বাণিজ্যের বিষয় নিয়ে তেমন কোন জবাব তুলে ধরতে পারেননি।

জোট সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৩ মাস আগেই পদত্যাগ করেছেন। গত বুধবার তিনি ফ্যাক্স যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। বর্তমানে তিনি কানাডায় অবস্থান করছেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির চলতি দায়িত্বে থাকা ট্রেজারার প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাসিব ভিসি মাহবুবুর রহমানের পদত্যাগপত্র প্রদানের বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মোঃ রইস উদ্দীন তাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। তবে কি কারণে ভিসি পদত্যাগপত্র দিয়েছেন তা তিনি জানাতে পারেননি।

প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমানকে ২০০৫ সালের মার্চে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর এক বছরের মাথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম ও অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠে। বিশেষ করে প্রশাসনে উপ-পরিচালক ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তা, ভিসির সচিব ও সেকশন অফিসার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন অনিয়ম এবং কর্মচারী নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও আঞ্চলিকতার অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিযোগ রয়েছে ভিসি ড. মাহবুবুর রহমানের প্রশ্রয়ে কেসিসি মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমানের ভাগ্নে (বর্তমানে পলাতক) কাজী জাহাঙ্গীর হোসেনের নেতৃত্বে সুবিধাবাদী একটি গ্রুপ নিয়োগসহ সকল ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে। নিয়ম ভঙ্গ করে সিন্ডিকেট সদস্য নিয়োগ এবং একজন লবিং ব্যবসায়ীকে সিনেটে সদস্য করা হয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশ্রয়ে কিছু কর্মকর্তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে প্রশাসনিক শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ে। অনিয়মে সহযোগিতা না করায় কিছু কর্মকর্তা-শিক্ষককে নানাভাবে হয়রানি, এমনকি মাসপেন্ড পর্যন্ত করা হয়। পর পর দু'বছর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ফলাফল জালিয়াতির ঘটনাও ঘটে। এমতাবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গত ১৭ জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন খুবি ভিসি ড. মোঃ মাহবুবুর রহমানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল হাকিমকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করে।